✓ সারাংশঃ সময় ও স্রোত.....

সময় ও স্রোত কখনো কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময়কে অনুনয়-বিনয় বা ভয় দেখিয়েও থামানো যায় না। ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্য পুনরায় পাওয়া গেলেও একবার হারানো সময় কখনো ফিরে আসে না। সময়ের সঠিক ব্যবহারে মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

✓ সারাংশঃ কিসে হয় মর্যাদা ? দামি কাপড়.....

মানুষের মর্যাদা ধন, উপাধি বা আভিজাত্যে নয়; বরং তার চরিত্র ও মানবিক গুণেই নির্ধারিত হয়। অহংকার ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজে অবজ্ঞার যোগ্য। সত্যিকারের মর্যাদা অর্জনের জন্য বিনয়, সততা ও সহমর্মিতা প্রয়োজন।

✓ সারাংশঃ অভাব আছে.....

অভাব জীবনে বৈচিত্র্য এনে দেয়, মানুষকে কর্মঠ ও উদ্যোগী করে তোলে। এটি মানবসেবার প্রেরণাও জাগিয়ে তোলে। অভাবই মানুষকে বাস্তবতা বুঝতে শেখায় এবং জীবনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন

ভাব সম্প্রসারণ:- স্বদেশ প্রেম মানুষের একটি উত্তম আদর্শ। যার মধ্যে স্বদেশ প্রীতি নেই সে মানুষ হয়েও পশুতুল্য।

মানুষ যেমন জন্ম থেকে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে তেমনি সে দেশের উপর নির্ভরশীল থাকে। মা যেমন সন্তানের সকল চাহিদা মেটায়, দেশ ও তেমনি মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটায়। দেশের আলো, বাতাস, হাওয়া, খাবার, পানি ইত্যাদি পেয়ে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। তাই মায়ের সঙ্গে দেশের সরাসরি তুলনা করা যায়। একজন সন্তানের মাঝে মাকে ভালোবাসা যেমন একটি সহজাত প্রবৃত্তি তেমনি ভালোবাসা ও জন্মগত প্রবৃত্তি। সেই থেকেই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বদেশপ্রেম। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ দেশের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখে এবং জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে। মানুষ দেশকে অবজ্ঞা করে সে কখনো দেশের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনা। মানুষের মাঝে মনুষত্ববোধ থাকে না। কেননা দেশকে ভালো না বাসার মানে হলো দেশের অবদানকে অস্বীকার করা। যারা স্বদেশপ্রেমী নয় তারা নিজের স্বার্থের জন্য দেশকে বিক্রি করে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। তাদের মাঝে মনুষত্ববোধ বলতে কিছু নেই। মনুষ্যত্বহীন মানুষ পশুর সমান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবেরা সকলেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করার সময় বারবার ফিরে তাকাচ্ছিলেন এবং চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছিলেন, "আমাকে যদি আমার লোকেরা বিতাড়িত না করতো তাহলে আমি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ নিজের জীবন অকাতরে বিসর্জন দিয়েছে। তাই তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যারা বাংলাদেশের অকল্যাণ করে নিজের স্বার্থের জন্য তারা পশুর চেয়েও অধম। পশু এবং তাদের মাঝে পার্থক্য শুধুমাত্র আকৃতিতে। কান ধরে যারা দেশ প্রেমিক তা তাদের কর্মের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

ভাবসম্প্রসারণ: মানুষ মরণশীল। মানবজীবনে মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ও চিরন্তন সত্য। কিন্তু মানুষ এ চিরন্তন সত্য মেনে নিতে রাজি নয়। বরং এ সুন্দর ধরণীতে সে বেঁচে থাকতে চায় মৃত্যুহীনভাবে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যেই পৃথিবীর প্রতিটি উপাদানকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগায়। পৃথিবীর নদ-নদী, প্রকৃতির প্রতি রয়েছে মানুষের দুর্বার আকর্ষণ। সত্যিই পৃথিবী হচ্ছে মায়া ও মোহের স্থান। এ বিশ্বচরাচরের নৈসর্গিক শোভা দেখে মানুষ আত্মহারা হয়, গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে এ ধরণীকে। এ ধরণী তার সৌন্দর্য দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে মানুষকে। তাই মানুষ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না, অনন্তকাল এর সৌন্দর্য উপভোগ করে বেঁচে থাকতে চায় । মানুষ জানে এ পৃথিবীতে সে চিরস্থায়ী নয় বরং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তবুও মানুষ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গড়ে তুলে প্রাসাদ, অট্টালিকা ও ঐশ্বর্য। সৌন্দর্যের ফাঁদ এ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ ফাঁদে ধরা দেয় সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ। চাঁদের জ্যোৎস্না রাত, গগনে লক্ষ লক্ষ মিটিমিটি তারা, বর্ষার বারিধারা, মেঘের খেলা, হেমন্তের অপূর্ব সৌন্দর্য, বসন্তের রূপলাবণ্য, শীতের শিহরণ ও আনন্দ, এমনই অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মানুষ হয়ে পড়ে আত্মহারা । জীবনসংগ্রামের মধ্যে দারিদ্র্য ও দুঃখ তাকে বিচলিত করে তবুও পৃথিবীর মায়া ছাড়তে চায় না কোনো মানুষ। পৃথিবীতে আপনজনের মায়াবন্ধন কেউই ছাড়তে চায় না, সকলকে নিয়ে সবার মাঝে বেঁচে থাকতে চায়।

এ সুন্দর পৃথিবী সকলের কাছে পরম আপন। তাই মানুষ এ পৃথিবীর মায়ার আঁচল ভেদ করে যেতে চায় না। সে বেঁচে থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে এ পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ করতে চায়।

"অর্থই অনর্থের মূল"

ভাব সম্প্রসারণ:- অর্থ প্রয়োজনীয় জিনিস আবার এ **অর্থই** বহু অনাসৃষ্টির জন্ম দেয়। পৃথিবীতে যত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশের মূলেই রয়েছে অর্থ। অর্থের জন্য ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ অর্থ ছাড়া সুষ্ঠু জীবনযাপনের কথা চিন্তাও করা যায় না। মৌলিক প্রয়োজন মিটানো ব্যতিরেকে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর প্রতিটি মৌলিক প্রৈয়োজন মিটানোর জন্য দরকার অর্থের। অধুনা বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল সেসব দেশই বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়। পক্ষান্তরে, যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল সেসব দেশকে সচ্ছল দেশের নির্দেশনা মতো চলতে হয়। শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই নয় সর্বত্রই এর প্রতিফলন চোখে পড়ে। আসলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্ম ও অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আপাতদৃষ্টিতে অর্থ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিয়ামক হলেও সেই অর্থই অনেক সময় **অনর্থের** কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে ও স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ-বিসংবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই আছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই অনেক লোমহর্ষক ঘটনা চোখে পড়ে যার অধিকাংশই অর্থের কারণে সংঘটিত হয়। অর্থের লোভে মানুষ চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি এমনকি হত্যার মতো জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয়। অর্থের জন্যই মানুষ মানুষকে খুন করে। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদের সেনাপতি সিমারের হাতে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল তার মূলেও ছিল অর্থ। সুতরাং জগতে অশান্তির মূলই হচ্ছে অর্থ।

জীবনধারণের জন্য অর্থের আবশ্যকতা থাকলেও এর মাঝে কখনই নীতি ও বিবেক বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। তাই অর্থের পিছনে না ছুটে কিভাবে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় তার পিছনে আমাদের ছুটা উচিত।

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে, ধন হলে প্রয়োজন।

ভাব-সম্প্রসারণ: ধন-সম্পদ যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে দরকারের সময়ে তা কোনো কাজে আসে না। একইভাবে জ্ঞান যদি শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে, সে-বিদ্যা ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে না।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞান বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বই পাঠ করলে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কেউ যদি নিয়মিত বই পড়ে তাহলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে জ্ঞানী করে তুলতে পারবে। বই থেকে অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে সে নিজের বা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বই থেকে আহরিত জ্ঞান থেকে সে নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, অন্যকেও আলোকিত করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যদি বইয়ের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা কারো কোনো কাজে আসে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার বই কিনলেন আর তা দিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরির তাকে তাকে বইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি তার যথাযোগ্য জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন। আবার বইয়ের বিদ্যা না বুঝে কেবল ঠোঁটছ বা মুখস্থ করলেই হবে না। এই বিদ্যার প্রায়োগিক দিকটিও উপলব্ধি করতে হবে। অনেকটা জায়গা-জমি বা অর্থের মতো। নিজের সম্পদ-সম্পত্তি অন্যের হাতে থাকলে তা ভোগ করা যায় না। অন্যের কাছে থাকা অর্থ আর বইয়ের পাতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এভাবে সমার্থক হয়ে যায়।

বইকে শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ মনে করলে চলবে না। বইয়ের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে তবেই সার্থকতা।

শীতের পিঠা

ষড়ঋতুর দেশ এই বাংলাদেশ। শীতকাল এগুলোর অন্যতম ঋতু। শীতকালে নতুন ধান ওঠে। সেই ধানে ঘরে ঘরে পিঠা বানানোর উৎসব শুরু হয়। নতুন চালের গুঁড়া আর খেজুর রসের গুড় দিয়ে বানানো হয় নানা রকম পিঠা। এগুলোর নানা রকম নাম, নানা রকম রূপের বাহার। ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পুলি পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা ছাড়া আরও হরেক রকম পিঠা তৈরি হয় বাংলার ঘরে ঘরে। পায়েস, ক্ষীর ইত্যাদি মুখরোচক খাবার আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে শীতকালে। এ সময় শহর থেকে অনেকেই গ্রামে যায় পিঠা খেতে। তখন গ্রামের বাড়িগুলো নতুন অতিথিদের আগমনে মুখর হয়ে ওঠে। শীতের সকালে চুলার পাশে বসে গরম গরম ভাপা পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। গ্রামের মতো শহরে শীতের পিঠা সে রকম তৈরি হয় না। তবে শহরের রাস্তাঘাটে শীতকালে ভাপা ও চিতই পিঠা বানিয়ে বিক্রি করা হয়। এ ছাড়া অনেক বড় বড় হোটেলে পিঠা উৎসব হয়। পিঠা বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান। আর শীতের পিঠা আমাদের খাদ্যতালিকায় এনেছে বৈচিত্র্য।

আমার বন্ধু

আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলো সুমন। সুমন খুব ভালো মনের মানুষ। সে সব সময় আমার পাশে থাকে এবং আমাকে সাহায্য করে। আমরা একই স্কুলে পড়ি এবং একই ক্লাসে থাকি। প্রতিদিন স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করি এবং খেলা করি। সুমন খুব বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছাত্র। সে নিয়মিত হোমওয়ার্ক করে এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায়। সে আমার পড়াশোনায় অনেক সাহায্য করে। আমরা একে অপরের কথা শ্রদ্ধা করি এবং ভালো বন্ধুত্ব করি। যখন আমি দুঃখে থাকি, সে আমাকে উৎসাহ দেয় এবং আমার মন ভালো করে। আমরা একসাথে অনেক মজার গল্প করি এবং হাসাহাসি করি। সুমনের সঙ্গে সময় কাটানো খুব আনন্দদায়ক। সে সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি খুব খুশি যে আমার এমন একজন বন্ধু আছে। আমি আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব সারাজীবন থাকবে এবং আমরা একে অপরের সাহায্য করব। ভালো বন্ধু পাওয়া খুব বড় সুখ। সুমন আমার জীবনের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

কর্তব্যনিষ্ঠা

মানবজীবনে সাফল্য লাভে কর্তব্যনিষ্ঠা অন্যতম একটি গুণ । জীবন ও সমাজের অগ্রগতির জন্য কর্তব্যনিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মজীবনে মানুষকে নানারকম কর্তব্য পালন করতে হয়। পারিবারিক, পেশাগত, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা মানুষের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কর্তব্যে শৈথিল্য দেখালে দায়িত্ব সুচারুভাবে পালিত হয় না। কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে না। এতে সমাজের অমঙ্গল হয়। ভালাোভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। অনেক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের শ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার দরকার। প্রয়োজন হয় নিবিড় একাগ্রতার। বস্তুতপক্ষে, নিষ্ঠা ছাড়া জীবনে সাফল্য আসে না। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনই কর্তব্যনিষ্ঠার বড় পুরস্কার। বিশ্বায়নের এ যুগে সাফল্য ও অগ্রগতির বহুলাংশ কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। মানুষকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি নজর দেয়া হয়। কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ আদর্শ স্বরূপ। যে মানুষের। মাঝে কর্তব্যনিষ্ঠা রয়েছে তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে লোকে ভরসা পায়। মানুষ যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব বা কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। তাই এ দেশের প্রতিটি মানুষকে জীবনে সার্থকতা অর্জন ও সাফল্য লাভে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে ।

দরখাস্ত

(৩ নং)
১২ জুন, ২০২৫
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
লাখপুর শিমুলিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
শিমুলিয়া,শিবপুর,নরসিংদী
বিষয়: বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।
জনাব,
সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের একজন নিয়মিত ছাত্রী। আমি ষষ্ঠ শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সন্তোষজনক ফলাফলের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে আসছি। আমার বাবা অসুস্থ হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পরেন। ফলে আমাদের ৬ সদস্যের পরিবারের ভরণ-পোষণ, বৃদ্ধা দাদা-দাদীর চিকিৎসা ও আমাদের দুই ভাই-বোনের পড়ালেখার খরচ বহন করার মত সক্ষমতা আমার বাবার নেই।

অতএব, জনাবের কাছে আকুল প্রার্থনা, আমার বিগত শ্রেণির ফলাফল, একাডেমিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও বর্তমান পারিবারিক আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্রী
নুসরাত জাহান।
শ্রেণি: নবম, রোল: ৫, শাখা: বিজ্ঞান।

(৪নং)
১২ জুন, ২০২৫
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
লাখপুর শিমুলিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
শিমুলিয়া,শিবপুর,নরসিংদী
বিষয় : বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আবেদন।
জনাব,
যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আগামী (তারিখ) আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে আমরা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতে আগ্রহী। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠানের পরিবেশনা সূচিতে থাকবে আবৃত্তি, গান, কৌতুক ও নাটিকা। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক মহোদয় ও আপনার সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি ।

অতএব, জনাবের কাছে আকুল প্রার্থনা, অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে উক্ত বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনের অনুমতিদানে বাধিত করলে বিশেষভাবে কৃতার্থ হবো ।

নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
লাখপুর শিমুলিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ভূমিকাঃ
বর্তমান যুগকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। নিশ্বাস - প্রশ্বাসের মতোই বিজ্ঞান আমাদের কাছে অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিজ্ঞান ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। এখন যেকোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে, রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের জন্য বিজ্ঞানের অবদান লক্ষনীয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রাঃ
আদিম মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল আগুন জ্বালাতে শেখা মানুষের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ন আবিষ্কার চাকা। বর্তমানে মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম উন্নতি করেছে তার মূলে রয়েছে এই চাকা। আর যে আবিষ্কারের সুবাদে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে তা হল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অনেক নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করতে লাগল ! দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবদান একে একে স্থান করে নিল ।

প্রত্যাহিক জীবনে বিজ্ঞানঃ
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি জিনিস বিজ্ঞানের দান বাড়ি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন রড, সিমেন্ট, রঙ বা বাড়িতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন - পাখা, লাইট, টিভি, ফোন, হিটার, কুকার ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। এইসব যন্ত্রপাতি আধুনিক জীবনকে সহজতর করে তুলেছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ
চিকিৎসাক্ষেত্রেও বিজ্ঞান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। আগে যেসব রোগে মানুষ মারা যেত, এখন সে সমস্ত রোগের ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে রোগ নির্ণয় করাও সহজ হয়েছে ।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ
উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং অত্যাধিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন এসেছে। শিল্প কারখানায় উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কম খরচে বেশি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার করে সাধারন ক্লাসরুমকে স্মার্ট ক্লাস রুম করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন ছাত্রছাত্রীদের ঘরে বসে অনলাইন কোচিং দিতে পারছে। অনলাইন টেস্টও নিতে পারছে।

উপসংহারঃ
বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ জীবনকে করেছে আরামপ্রদ ও সুন্দর। বিজ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের বন্ধু, সহযোগী, সেবক দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আমাদের নিত্য সেবা করে চলেছে। একথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে , বিজ্ঞান না থাকলে এই গতিময় বিশ্বে আমরা বাঁচবো কী করে !

শ্রমের মর্যাদা

সূচনা : কর্মই জীবন। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। ছোট্ট পিঁপড়া থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য বদলেছে এবং বহু বছরের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বলা যায়, মানুষ ও সভ্যতার যাবতীয় অগ্রগতির মূলে রয়েছে পরিশ্রমের অবদান।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তার এই ভাগ্যকে নির্মাণ করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাই মানবজীবনে পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কর্মবিমুখ অলস মানুষ কোনোদিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া জীবনের উন্নতি কল্পনামাত্র। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে নিরলস পরিশ্রম দরকার। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী হতে হবে। একমাত্র পরিশ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা : মানুষের জন্ম স্রষ্টার অধীন, কিন্তু কর্ম মানুষের অধীন। জীবন-ধারণের তাগিদে মানুষ নানা কর্মে নিয়োজিত হয়। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক ছাত্র পড়ান, ডাক্তার চিকিৎসা করেন, বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়। আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদায় হয়তো সবাই সমান নয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেধা, মনন, ঘাম ও শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই সকলের শ্রমের প্রতিই আমাদের সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উন্নত বিশ্বে কোনো কাজকেই তুচ্ছ করা হয় না। সমাজের প্রতিটি লোক নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। তাই চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতির মতো দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। তার ফলে আজো সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করি।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি : সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবনসংগ্রামে তারই হয়েছে জয় । কর্মের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ। অন্যদিকে শ্রমশীলতাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

উপসংহার : পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়, সভ্যতা বিকাশেরও সহায়ক। মানব-সভ্যতার উন্নতি- অগ্রগতিতে শ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও সাধনা আমাদের। তাই কোনো প্রকার শ্রম থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। শ্রমের বিজয়-রথে চড়ে আমাদের উন্নত সভ্যতার সিংহদ্বারে পৌঁছাতে হবে।

সত্যবাদিতা

ভূমিকা :
যে-সব গুণ মানব-চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলে 'সত্যবাদিতা' তার মধ্যে একটি মূল্যবান গুণ। সত্যের চেয়ে বড় গুণ আর দ্বিতীয়টি নেই। এই মহাবিশ্ব চির সত্যের ওপর দন্ডায়মান। সত্য ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ তার নিজেকে আবিষ্কার করে, মনুষ্যত্বকে অর্জন করে। তাই মানুষের সাধনা সত্যের সাধনা। সত্যবাদিতার গুণ অর্জন করাই মানুষের নিরন্তর সাধনা হওয়া উচিত। কোন কিছু গোপন না করে অকপটভাবে প্রকাশ করার বৈশিষ্ট্যের নামই সত্যবাদিতা।

বৈশিষ্ট্য : সত্য বলতে কোনো কিছুর যথাযথ প্রকাশ বোঝায়। আর সত্যবাদিতা অর্থ আরও ব্যাপক। শুধু 'মিথ্যা না বলা' বোঝাতে সত্যবাদিতা বোঝায় না। সত্যকে অবলম্বন করে যে বৈশিষ্ট্য বিকাশিত হয় তার নাম সত্যবাদিতা। সত্যের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই। সত্য জীবনের স্বরূপ বিকশিত করে। সত্যবাদী লোকের কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকে না। সত্যবাদিতা মানুষকে খাঁটি সোনার মতো নিখাদ করে তোলে। সত্যের মধ্যে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যের মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে সততা। সততা মানব চরিত্রের অপার একটি মহৎ গুণ। কোনো প্রকার পাপের কাজ থেকে দূরে থেকে ন্যায় ও সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে পারলে তাতে সততার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যবাদিতার সুফল ও প্রয়োজনীয়তা :সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস করে। সমাজে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং ভালোবাসে। অপরদিকে মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সমাজে তাকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজে সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় নিশ্চিত। সত্যবাদিতা থেকে বিচ্যুত হলে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে ফলে সমাজ জীবনে অবৈধ কার্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষের মহৎ গুণাবলির তিরোধান ঘটে। মানুষ তখন নানা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। তাই আদর্শ জীবনযাপনের জন্য সততা ও সত্যবাদিতা অপরিহার্য।

বাস্তব অবস্থা :সততা ও সত্যবাদিতা বাস্তব জীবনের একটি মহত্তর দিক হলেও বাস্তব জীবনে বিশেষত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারছে না। সততা পরিহার করে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে নানা রকমের অত্যাচার, অনাচার ও দুর্নীতি করে চলেছে। অসততার প্রতি মানুষে তেমন প্রতিবাদ বা বিরূপতা দেখা যাচ্ছে না। সততা বিসর্জন দিয়ে মানুষ এখন নিজের স্বার্থ সাধনে তৎপর। অন্যায় বা অবৈধ পথ অনুসরণ করায় এখন সমাজে এসছে অবক্ষয়। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বড়দের কাছ থেকে ভালো কিছু শেখার আশা করা যায় না। যুব সমাজকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মতো আজ কোনো পরিকল্পনা নেই, ফলে তারা প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসরমান। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে আজ যে সততা, সত্যবাদিতা ও মূল্যবোধের অভাব, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যবকদের মাঝে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে।

কর্তব্য :জীবনকে অবশ্যই সত্যবাদিতার মাধুর্যে ম-িত করতে হবে। অন্যায়ের বা অবৈধ উপায়ে যতই বিত্তশালী হোক না কেন তা যে পাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অসত্যের পরাজয় আসবেই ও ন্যায়ের পথ চির উজ্জ্বল থাকবেই। সেজন্য সততা ও সত্যবাদিতার অনুশীলন করতে হবে এবং জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে।

প্রভাব :মহামানবগণ সত্যের অনুসরণে তাঁদের জীবনের মহান সাধনাকে সফল করেছেন। সত্যবাদিতার জন্য যেমন তাঁরা লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যলাভ করেছেন, তেমনি সত্যের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা প্রবল শত্রুকেও পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন। সত্যের সাধনায় মহাপুরুষগণ জীবনকে যেভাবে গৌরবান্বিত করে গেছেন তা মানুষের কাছে মহান আদর্শ হিসেবে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেয়।

উপসংহার :সত্যকে যারা মর্যাদা দেয় না তারা উদার হতে পারে না, তাদের মনে চিরদিন ভয় বিরাজ করে। সত্যবাদিতার মহৎ গুণের অভাবে মানুষের মন সব সময়ের জন্য ছোট হয়ে থাকে। অন্যাদিকে সত্যবাদী মানুষ নির্ভীক হয়, দুর্বার সাহস তার মনে বাসা বাঁধে।